ভোরের কাগজ

56

তারিখ 23 JUN 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার নিম্নমান কেন?

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতির মধ্যে দিয়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক যে পরিবর্তন উন্নত দেশগুলোতে সাধিত হয়েছে এবং যে প্রত্যাশা ও সম্ভাবনা উন্নয়নকামী দেশগুলোর জন্য সৃষ্টি হয়েছে, তা সেসব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করলেও বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে সামাজিক সমস্যার সমাধানে তথা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পায়নে যথার্থ অবদান রাখতে পারছে না। পক্ষান্তরে, শিক্ষক-ছাত্রের নেতিবাচক দলীয় রাজনীতি ও অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে দেশের পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাই আজ হুমকির সম্মুখীন।

রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের স্বার্থে কোমলমতি ছাত্রসমাজকে ব্যবহার করছে। ছাত্ররা বই ছেড়ে তুলে নিচ্ছে অস্ত্র, নেমে আসছে সন্ত্রাস, অকালে ঝরে যাচ্ছে তাজা প্রাণ, বুকের রক্তে কলঙ্কিত হচ্ছে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ। অন্যদিকে, শিক্ষকরাও দলীয় সঙ্কীর্ণতায় জড়িয়ে যাচ্ছেন উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার মানসে। 'নীল বা সাদা' ব্যানারে প্রত্যক্ষভাবে জাতীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হচ্ছেন। অনেক শিক্ষকই নৈতিক দায়িত্ব অপেক্ষা করে দলীয় রাজনীতিতে গ্রহণযোগ্যতা বিতর্কিত হয়ে উঠছে—সৃষ্টি হচ্ছে অসন্তোষের। শুধু কি তাই? বিভিন্ন উচ্চ পদে নিয়োগ প্রাপ্তির লক্ষ্যে সরাসরিভাবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হচ্ছেন এবং কখনো কখনো দলীয় সমর্থন নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের ওপরও নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন। অভাবে গোটা পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক আকার ধারণ করছে।

সার্বিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হলে এখনই যেকোনো মূল্যে নেতিবাচক ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করতে হবে এবং সে ক্ষেত্রে শিক্ষকদেরও 'নীল-সাদা' আবরণ খুলে ফেলতে হবে। সরকারেরও উচিত হবে জাতীয় স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে চলতে দেওয়া এবং সে জন্য উপাচার্যসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য পদগুলোকে অরাজনৈতিক করে সিনেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দেওয়া। তাছাড়া রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী পদাধিকার বলে চ্যান্সেলর হবেন এ নিয়মও তুলে দেওয়া উচিত। সর্বসম্মতিক্রমে একজন সর্বজনগ্রাহ্য, উচ্চ শিক্ষিত, জ্ঞানী ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হতে পারেন। পৃথিবীর সব দেশে এটাই নিয়ম। আমাদের দেশে এমনটি হতে বাধা কোথায়?

সাইদুর রহমান মিলন
২০২, শেরেবাংলা হল
বুয়েট, ঢাকা-১০০০।